গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০২০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম অধিদপ্তর

শ্রম অধিদপ্তর
১৯৬,শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর,ঢাকা

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চিন্তা, বিবেক, বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি নাগরিকের মৌলিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,'সকল সময়ে জনগনের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। এই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুসরণে দায়িত্বপালন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। সরকারি দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্তকরণ জনগনের সেবা পাওয়ার পূর্বশর্ত । অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করেছে ।

সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন তথ্য প্রবাহে জনগনের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দপ্তরে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ১০ ধারার বিধানানুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে । 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ৬ ধারা এবং 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধিমালা, ২০১০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রম অধিদপ্তর স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করছে ।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন শিল্প-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শিল্প খাতে সুশৃঙ্খল পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সাধারণ জনগনের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে । আশা করা যায়, তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অধিকতর গণমূখী করা সম্ভব । সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা । জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে । নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তর 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে । এ নির্দেশিকা সকল নাগরিক ও তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট তথ্য প্রদানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করবে এবং শ্রম অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুসংহতকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ।

তারিখঃ ৩০/৩/২০২০খ্রিঃ

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১। পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা	১
১.১ যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	১
১.২ নির্দেশিকার শিরোনাম	১
২। নির্দেশিকার ভিত্তি	১-২
৩। সংজ্ঞাসমূহ	২
৪। তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি	২-৩
৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	৩
৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৪
৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৪-৫
৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৫
৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৫
১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা	৫-৬
১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ	৬-৭
১২। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি	৭
১৩। তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	৮
১৪। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৮
১৫। নির্দেশিকার সংশোধন	৮
১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	৮
পরিশিষ্ট ১: স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম	৯-১০
পরিশিষ্ট ২: চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা	১১
পরিশিষ্ট ৩: তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	১১
পরিশিষ্ট ৪: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ	১১
পরিশিষ্ট ৫: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ	১১-১২
পরিশিষ্ট ৬: আপিল কর্মকর্তার বিবরণ	১২
পরিশিষ্ট ৭: তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম ক)	১৩
পরিশিষ্ট ৮: তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম খ)	১৪
পরিশিষ্ট ৯: আপিল আবেদন ফরম (ফরম গ)	১৫
পরিশিষ্ট ১০: তথ্যপ্রাপ্তির ফি ও তথ্যের মূল্য ফি	১৬
পরিশিষ্ট ১১: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ফরম	১৭

১। পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা:

বিশাল জনগোষ্ঠীর এই বাংলাদেশে কর্মসংস্থান, দারিদ্রবিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শ্রম সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম । শিল্পায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ শ্রমশক্তি আবশ্যক। কৃষি নির্ভরশীল এ দেশকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নিতে শ্রম খাতে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ । এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন ও বিরোধ নিস্পত্তি, শ্রমিকদের কল্যাণসহ নানাবিধ কাজ করছে ।সেই সঙ্গে শ্রম অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থা সামগ্রিকভাবে দেশের সকল বিকল্প খাতে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে ।

১.১ যৌক্তিকতা / উদ্দেশ্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগনের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগনের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি জনগনের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯'এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালা প্রনীত হয়েছে ।

জনগনের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহন করেছে, তার সংগে সংগতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরূত্বপূর্ণ দপ্তর/ সংস্থা হিসাবে শ্রম অধিদপ্তর অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। শ্রম অধিদপ্তরের তথ্য জনগনের কাছে উন্মুক্ত হলে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে এবং জনগনের কাছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে ।

শ্রম অধিদপ্তর অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি যেন না হয় সেজন্য একটি 'স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করেছে । সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

১.২ নির্দেশিকার শিরোনাম:

এই নির্দেশিকা 'তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকা- ২০২০ নামে অভিহিত হবে ।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি :

২.১ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ:

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৩ অনুমোদনের তারিখ : ৩০/৩/২০২০

২.৪ নির্দেশিকা কার্যকরের তারিখ : ৩০/৩/২০২০

২.৫ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা :

নির্দেশিকাটি শ্রম অধিদপ্তরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়-

৩.১ 'তথ্য' অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(চ)-তে উল্লেখিত তথ্যাদি বুঝাবে।

৩.২ 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ 'তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯'- এর ধারা ১০-এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৪ 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ 'তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯'- এর ধারা ২ক(আ) অনুযায়ী মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩.৫ তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

৩.৬ 'তথ্য কমিশন' অর্থ 'তথ্য অধিকার আইন' ২০০৯'- এর ধারা ১১-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৭ 'তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার(তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

৩.৮ 'কর্মকর্তা' অর্থে কর্মচারীও অর্ন্তভূক্ত হবে।

৩.৯ 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

৩.১০ 'আবেদন ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার(তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট-ফরম 'ক'।

৩.১১ 'আপিল ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার(তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট-ফরম 'গ'।

৩.১২ 'পরিশিষ্ট অর্থ' এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। তথ্যের ধরন এবং তদানুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি :

শ্রম অধিদপ্তর সমুদয় তথ্য নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নির্ধরিত বিধান অনুসারে তা প্রকাশ ও প্রদান করবে।